দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 07 NOV 1991
কলাম

32

কুমিল্লা বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষায় পাসের হার ৬৫·৩০ ভাগ

● **ইত্তেফাক রিপোর্ট** ● কুমিল্লা বোর্ডের ১৯৯১ সালের মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষার (এসএসসি) ফল গতকাল (বুধবার) প্রকাশিত হইয়াছে। মোট ১ লক্ষ ২৬ হাজার ৬৪২ জন পরীক্ষার্থী এই পরীক্ষায় অংশ নেয়। ৮২ হাজার ৬৯৯ জন পাস করে। পাসের শতকরা হার ৬৫ দশমিক ৩০ ভাগ। মোট উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীদের ৮ হাজার ৪৬৩ জন প্রথম বিভাগ, ৩৮ হাজার ৫০৭ জন দ্বিতীয় বিভাগ এবং ৩৫ হাজার ৭২৯ জন তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে। কুমিল্লা বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষায় সাধারণ বিজ্ঞান বিভাগে মোট অংশগ্রহণকারী পরীক্ষার্থী ছিল ৫৮ হাজার ১৩ জন। ৭ হাজার ৭১৪ জন প্রথম বিভাগ, ২১ হাজার ৮৫১ জন দ্বিতীয় বিভাগ এবং ১৩ হাজার ২৬৮ জন তৃতীয় বিভাগে পাস করিয়াছে। সাধারণ বিজ্ঞান বিভাগে পাসের শতকরা হার ৭৩ দশমিক ৮৩। সমাজ বিজ্ঞান বিভাগে মোট ৬৮ হাজার ৬২৯ জন পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। ৭৪৯ জন প্রথম বিভাগ, ১৬ হাজার ৬৫৬ জন দ্বিতীয় বিভাগ এবং ২২ হাজার ৪৬১ জন তৃতীয় বিভাগে পাস করে। এই বিভাগে পাসের শতকরা হার ৫৮ দশমিক শূন্য ৮। কুমিল্লা ক্যাডেট কলেজের মোহাম্মদ গোলাম সারোয়ার তালুকদার ৮৪১ নম্বর পাইয়া সাধারণ বিজ্ঞান বিভাগের মেধা তালিকায় প্রথমস্থান অর্জন করিয়াছে। সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের মেধা (২য় পৃঃ দ্রঃ)

কুমিল্লা বোর্ড

(১ম পৃঃ পর)

তালিকায় প্রথম স্থান অর্জন করিয়াছে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার অন্নদা সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র মোঃ জেহাদউদ্দিন। তাহার মোট নম্বর ৭৮১।

সাধারণ বিজ্ঞান বিভাগে মহিলাদের মধ্যে প্রথম স্থান অর্জন করিয়াছে চট্টগ্রামের সেন্ট স্কলাষ্টিকা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী দিলরুবা রহমান। তাহার মোট নম্বর ৮১৫। সমাজ বিজ্ঞান বিভাগে ৭৩৯ নম্বর পাইয়া মেয়েদের মধ্যে প্রথম স্থান অর্জন করিয়াছে চট্টগ্রাম আগ্রাবাদ সরকারী কলোনী উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রী সোনিয়া আক্তার।

গতকাল এস,এস,সি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করিয়া কুমিল্লা বোর্ড কর্তৃপক্ষ এক বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করিতে কমপক্ষে ১ শত দিন সময় নেওয়া হয়। কিন্তু এ বৎসর নানা কারণে পরীক্ষা গ্রহণ বিলম্বিত হইয়া পড়ে এবং তজ্জন্য পরীক্ষার্থীরা উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তার সম্মুখীন হয়। এই অবস্থার পর বিবেচনা করিয়া মাত্র ৬০ দিনের মধ্যে ফলাফল প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

উল্লেখ্য, গত ৩০শে জুন এস, এস, সি পরীক্ষা শুরু হওয়ার পর দ্বিতীয় পরীক্ষা ইংরেজী প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার কারণে পরবর্তীতে সকল পরীক্ষা বাতিল ঘোষণা করিয়া ২২শে আগষ্ট হইতে পুনরায় এ পরীক্ষা শুরু হয়।

SHEET — OF — SHEETS